মোজাম্মেল হোসেন তোহার সাহিত্য সংগ্রহ



বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী

স্বপ্ন

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

স্বপ্ন

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

ধরমর করে ঘুম থেকে উঠে বসেন জুলিয়ান। সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে, গলা শুকিয়ে কাঠ। হাতড়ে হাতড়ে মাথার কাছে রাখা টেবিল থেকে পানির গ্লাসটা তুলে ঢক ঢক করে এক নিঃশ্বাসে পুরোটা শেষ করে দেন। ধ্বক ধ্বক করে হৃদপিন্ড শব্দ করছে বুকের ভিতর, অনেকক্ষণ লাগে নিজেকে শান্ত করতে। কি আশ্চর্য একটা স্বপ্ন দেখেছেন তিনি।

বিছানা থেকে নেমে জানালার কাছে এসে দাঁড়ান জুলিয়ান, ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে বাইরে, পথঘাট পানিতে ভিজে চকচকে। ল্যাম্প পোস্টের লম্বা ছায়া পড়েছে রাস্তায়। বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে জুলিয়ান আপন মনে বললেন, কি আশ্চর্য স্বপ্ন।

স্বপ্নটা ঘুরে ফিরে মাথার মাঝে খেলা করে তার, আশ্চর্য একটা স্বপ্ন, অথচ যতক্ষণ স্বপ্নটা দেখছিলেন ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি তিনি স্বপ্ন দেখছেন। মনে হচ্ছিল সত্যি বুঝি সব কিছু ঘটে যাচ্ছে তার জীবনে। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে জুলিয়ানের মনে হল এমন কি হতে পারে যে তিনি এখনো স্বপ্ন দেখছেন? এই গভীর রাতে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা, বাইরে বৃষ্টি ভেজা চকচকে পথ আর ল্যাম্পপোস্টের ছায়া সবই আসলে একটা স্বপ্ন? তার মনে হয়েছে যে ঘুম ভেঙ্গে গেছে, আসলে ভাঙ্গেনি? কি নিশ্চয়তা আছে যে তিনি সত্যি জেগে আছেন?

জুলিয়ান ঘরের ভিতরে তাকালেন, না এটা স্বপ্ন নয়। ঐ তো তার পরিচিত চেয়ার, টেবিল, বইয়ের শেল্ফ, বিছানা। ঐ তো আবছা অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে বিছানায় ক্লান্ত ভঙ্গিতে ঘুমিয়ে আছে তার স্ত্রী।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জুলিয়ান আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকান আর তক্ষুণি হঠাৎ তার একটা আশ্চর্য জিনিস মনে হল। এমন কি হতে পারে, যে জীবনটাকে তিনি তার জীবন বলে জেনে এসেছেন সেটা আসলে কোন একজনের স্বপ্ন? এই ঘর, চেয়ার, টেবিল, বইয়ের শেল্ফ, জানালা, জানালার পাশে ঝিরঝির বৃষ্টি সবই সেই স্বপ্নের দৃশ্য? তার মধুর শৈশব, বর্ণাঢ্য যৌবন, হাসি কান্না মিলিয়ে চমৎকার জীবনটা আসলে কারো স্বপ্নের কয়েকটা মুহূর্ত? চারপাশের পৃথিবী সেই স্বপ্নের ছায়া? এমন কি হতে পারে?

জোর করে চিন্তাটা সরিয়ে রাখতে চান জুলিয়ান কিন্তু পারেন না। ঘুরে ফিরে তার বার বার মনে হতে থাকে যে, তিনি হয়তো স্বপ্ন দেখছেন। শুধু যে স্বপ্ন তাই নয়, হয়তো অন্য কারো স্বপ্ন। হয়তো জুলিয়ান বলে কেউ নেই, তার পুরো জীবনটা আসলে কোন একজনের স্বপ্নের কয়েকটি মুহূর্ত।

ভাবতে ভাবতে জুলিয়ান উত্তেজিত হয়ে উঠেন, তার হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়। নিজেকে প্রতারিত মনে হয় তার, ক্রোধ জমে উঠতে থাকে ধীরে ধীরে। স্বপ্নটা ভেঙ্গে জেগে উঠার একটা অদম্য ইচ্ছা হতে থাকে আস্তে আস্তে। কিন্তু স্বপ্নটা ভাঙ্গবেন কেমন করে?

জুলিয়ানের মনে পড়ে একটু আগে তার স্বপ্ন ভেঙ্গে গিয়েছিল যন্ত্রণায়, দেখছিলেন, অসংখ্য বুনো কুকুর তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে, প্রচন্ড যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠেছেন তিনি আর সাথে সাথে

ঘুম ভেঙ্গে গেছে তার। তাহলে কি যন্ত্রণা দিয়ে স্বপ্ন ভেঙ্গে দেয়া যায়? নিশ্চয়ই যায়। যন্ত্রণা যখন সহ্যের বাইরে চলে যায় তখন স্বপ্ন আর স্বপ্ন থাকতে পারে না, স্বপ্ন তখন ভেঙ্গে যায়। জুলিয়ানের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠে, কোনভাবে অমানুষিক যন্ত্রণা দিতে পারেন না নিজেকে?

চুপি চুপি জুলিয়ান নীচে নেমে আসেন। সিঁড়ির নীচে ঘরের ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি রাখা আছে। হাতড়ে হাতড়ে হ্যান্ড ড্রিলটি বের করে দেয়াল ফুটো করার আট নম্বর ড্রিল বিটটা লাগিয়ে নেন সাবধানে। পা টিপে টিপে বাথরুমে আয়নার সামনে এসে দাঁড়ান তিনি, উত্তেজনায় তখন তার হাত কাঁপছে। সুইচ টিপে দিতেই ড্রিল বিটটা ঘুরতে শুরু করে, কংক্রীট ফুটো করা যায় এটা দিয়ে। কপালের উপর চেপে ধরলে মাথার খুলি ফুটো হয়ে যাবে অনায়াসে।

জুলিয়ান কাঁপা হাতে হ্যান্ড ড্রিলটা তুলে কপালের উপর চেপে ধরেন, প্রচন্ড আর্তনাদ করে উঠেন পর মুহূর্তে ...

*** **** *** *** ***

কিলবিলে প্রাণীটির ঘুম ভেঙ্গে যায় দুঃস্বপ্ন দেখে। কি বিদঘুটে একটা স্বপ্ন। প্রণীটি অবাক না হয়ে পারে না। পিটপিট করে তাকায় তার কয়েকটি চোখ

মেলে, সূর্য দুটি অনেক উপরে উঠে গেছে। প্রাণীটি তার অসংখ্য ছোট ছোট পা ফেলে হাঁটতে শুরু করে লাল রঙ্গের পাথরের উপর দিয়ে।

আরেকটি সুদীর্ঘ দিন শুরু হল তার।

*** **** ***** ******* ***** **** ***